ভারতী চিত্রপীঠের
অভিনব সামাজিক
কথাচিত্র
দাসীপুত্র
-BANERJI STUDIO-
পরিবেশক - বম্বে পিকচার্স ডিস্ট্রিবিউটার্স লি

পর্দ্দার অন্তরালে

ভারতী চিত্রপীঠের নিবেদন

দাসীপুত্র

প্রযোজনা : **সত্যাংশুকিরণ দালাল**

রচনা ও পরিচালনা : **দেবনারায়ণ গুপ্ত**

সঙ্গীত পরিচালনা : **বিভূতি দত্ত** (এ্যামেচার)

আলোকচিত্রে : অনিল গুপ্ত
শব্দযন্ত্রে : শিশির চট্টোপাধ্যায়
রসায়নাগারে : ধীরেন দাশগুপ্ত
সম্পাদনায় : রবীন দাস
তত্ত্বাবধানে : বুল্টু পালিত
রূপসজ্জায় : রণজিৎ দত্ত ও শৈলেন গাঙ্গুলী
আবহ সঙ্গীতে : মিঃ নিউম্যান্ পরিচালিত এইচ্, এম্, ভি, অর্কেষ্ট্রা
পরিচ্ছদ ও আসবাব সরবরাহে : ডি-আর-মেকাপ্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্
প্রচারে : অজিত সেন

প্রধান শব্দযন্ত্রী : গৌর দাস
ব্যবস্থাপনায় : গিলু চৌধুরী
শিল্পনির্দ্দেশনায় : সাধন লাহিড়ী
আলোকসম্পাতে : প্রমোদ সরকার
স্থিরচিত্রে : বিনয় গুপ্ত
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায় : অজিত সেন

সহকর্ম্মিবৃন্দ :

পরিচালনায় : তারু মুখোপাধ্যায়, শীতল সেন (এ্যাঃ), রমেন মুখোপাধ্যায় ও কানুরঞ্জন ঘোষ
সুর-সৃষ্টিতে : দুলাল ধর, কমল মিত্র, অরুণ দত্ত
আলোকচিত্রে : অনিল ঘোষ, প্রণব সেনগুপ্ত, অমিয় সেনগুপ্ত
শব্দযন্ত্রে : সুশীল বিশ্বাস
রসায়নাগারে : শম্ভু সাহা, এস্ মজু, সামান্য রায়, অমূল্য দাস, ননী চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনায় : অমিয় মুখোপাধ্যায়
রূপসজ্জায় : ফকির কুণ্ডু
ব্যবস্থাপনায় : প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়
আলোকসম্পাতে : নরেশ সমাদ্দার, অনিল দত্ত, কেষ্ট বোস
স্থিরচিত্রে : বলাই মুখোপাধ্যায়
প্রচারে : সুপ্রভাত চৌধুরী

গীতিকার :

গোপাল ভৌমিক, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, সুনীল দত্ত

পর্দ্দার উপরে

সরযূবালা, প্রীতিধারা, দীপক, অহীন্দ্র, রাণীবালা, সন্তোষ সিংহ, মণিকা, শেফালিকা (পুতুল), রাজলক্ষ্মী (ছোট), শ্যামলাহা, নবদ্বীপ, আশু বোস, লীলাবতী, দেবীপ্রসাদ, মণি শ্রীমাণি, মাষ্টার সুখেন, বেণু মিত্র, কুমারী ছন্দা চৌধুরী এবং আরও অনেকে।

[ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত]

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : দৈনিক বসুমতী, শ্রীগুরু ভাণ্ডার

কাহিনী

দিন মজুরের ঘরের বৌ দামিনী, কিন্তু কোনদিন সে ঘরের বাইরে পা দেয়নি। স্বামী ছিল তার কারখানার মিস্ত্রী। মোটা মাইনে না পেলেও যা রোজগার করে' আনত তা'তে দামিনীর ক্ষুদ্র সংসার কোনরকমে চলে যেত।...কিন্তু সব আশায় ছাই দিয়ে স্বামী তার পরপারে যাত্রা করেছে—আজ একমাস হ'লো। তাই কোলাহলময় কোলকাতার পথে দামিনী এসে আজই প্রথম পা দিয়েছে। সঙ্গে তার শিশুপুত্র অজয়।

দামিনীর স্বামীর মৃত্যুর পর তার আত্মীয়স্বজন যারা ছিল কেউ তার ভার নিতে চাইলো না। প্রতিবেশীরা তাকে পরামর্শ দিল কলকাতা যাবার জন্য, অনেক বড়লোকের বাস সেখানে। কেউ হয়ত তাকে সংসারের কাজে লাগাতে পারে। এই আশায় দামিনী আজই প্রথম কোলকাতার পথে পা বাড়িয়েছে। পরের কাছে হাত পেতেছে পেটের জ্বালায়। তার চপল শিশুপুত্র অজয় রংবেরং-এর গাড়ী ঘোড়া দেখে হাত ছেড়ে ছুটে ছুটে চলে যেতে চায়। দামিনী আবার তাকে ধরে আনে, শান্ত করে। এমনি করে পথ চল্‌তে চল্‌তে শেষে কার্জ্জন পার্কের কাছে ঘট্‌ল এক অঘটন!

হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল ধনঞ্জয় রায় সপরিবারে বেরিয়েছেন সান্ধ্য ভ্রমণে। তাঁরই গাড়ীর তলায় দামিনীর চঞ্চল পুত্রটী চাপা পড়ে। দামিনী চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। ধনঞ্জয় রায়ের স্ত্রী মমতা দেবী গাড়ী থেকে নেমে আহত ছেলেটিকে বুকে তুলে নিয়ে শেষে দামিনীর হাত ধরে গাড়ীতে ওঠেন। পুলিস কেসের ভয়ে ধনঞ্জয় রায়ের গাড়ী হাঁসপাতালে যায় না, যায় তাঁর বাড়ীতে।.....

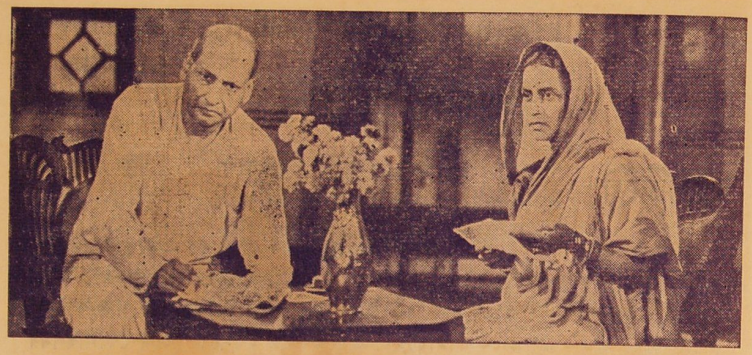

সঙ্কটাপন্ন অবস্থা কাটিয়ে এর কিছুদিন পরেই অজয় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। ধনঞ্জয় রায় এবং তাঁর স্ত্রীর সেবাযত্ন ও চিকিৎসার গুণে দামিনী মুগ্ধ হয়ে যায়। কৃতজ্ঞতায় সে ধনঞ্জয় রায়ের স্ত্রী মমতাদেবীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। মমতা দেবী দামিনীর কাছে তার কোলকাতা আসার কারণ জানতে পারেন। মমতা দেবীর অনুগ্রহে দামিনী থেকে যায় ধনঞ্জয় রায়ের ছেলেমেয়েদের পরিচর্য্যার কাজে নিযুক্ত হয়ে।

রাত্রে ধনঞ্জয় রায়ের শোবার ঘরের দরজার পাশটিতে নিজের পুত্রকে দামিনী শুইয়ে রেখে মনিবের ছেলেমেয়েদের গান গেয়ে ঘুম পাড়ায়।

দামিনীর দিনগুলো এমনি করেই কেটে যায়, হঠাৎ বালক অজয়ের মনে খেয়াল জাগে—লেখাপড়া শেখার। দামিনী কিছুতেই ছেলেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে না তার সে খেয়াল থেকে। এমনি করেই অজয়ের পাঠ্যজীবন সুরু হয়।

অল্পদিন পরেই অজয় ধনঞ্জয় রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। ধনঞ্জয় রায় অজয়ের পড়াশুনার ভার নেন। কর্পোরেশন ফ্রি প্রাইমারী স্কুল থেকে বৃত্তি লাভ ক'রে অজয় ভর্ত্তি হয় হাই স্কুলে। মাট্রিক পাশ করে কৃতিত্বের সঙ্গে। উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হয়। এইভাবে আই. এ পরীক্ষায় সে প্রথমস্থান অধিকার ক'রে সকলকে বিস্মিত করে।

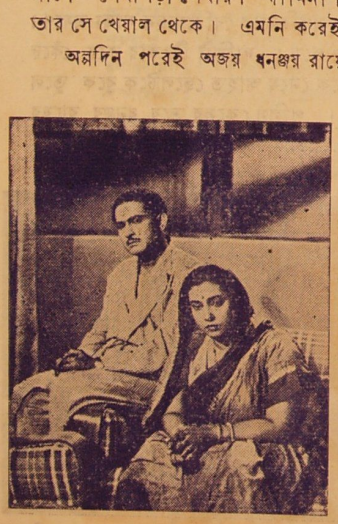

ধনঞ্জয় রায়ের ছোট মেয়ে মালার নাকি পড়াশুনায় তেমন মাথা নেই। তাই ধনঞ্জয় রায় অনুরোধ করেন অজয়কে, মালাকে একটু পড়াবার জন্যে। অজয় সম্মত হয়। দুটি বেলা বিশেষ যত্নের সঙ্গেই অজয় মালাকে পড়ায়।

অজয়ের বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তায় মালা আজ মুগ্ধ! সে জাতের চেয়ে মানুষ অজয় দাসকে আজ বড় করে দেখে। ঝিয়ের ছেলের প্রতি তার এতটুকু সঙ্কোচ নেই। বরং শ্রদ্ধায় সে সর্ব্বস্ব সঁপে দিতে চায় অজয়কে। লেখাপড়া নিয়ে থাকে আপনভোলা অজয়; মালার মনের খবর সে জানতে পারে না। মালা তার প্রাণের বাসনাটি পুর্ণ করতে অজয়কে চিঠি দেয়। তাকে জানায় যে সে তাকে ভালবাসে। অজয়ের কাছে এ চিঠি আজ অপ্রত্যাশিত। চিঠি পড়ে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। সে ভাবে মালার এ ভুল ভাঙ্গা উচিৎ। তাই মালাকে বুঝিয়ে তার চিঠির উত্তর দেয়। মালা চিঠি পেয়ে রাগে ফুলতে থাকে। নির্দ্দোষী অজয়ের এই চিঠি শেষ পর্য্যন্ত অজয়কে দোষী প্রতিপন্ন করে। তার জীবনে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার! অপমান ও লাঞ্ছনায় নতশির হ'য়ে মায়ের হাত ধ'রে বেরিয়ে আসতে হয় তা'কে ধনঞ্জয় রায়ের বাড়ী থেকে।

অজয় তার মাকে নিয়ে এসে ওঠে একটা ভাড়াটে বাড়ীতে। জুটিয়ে নেয় কয়েকটা টিউশানি। সামনে বি, এ পরীক্ষা। পড়ার চিন্তা ও অর্থের চিন্তায় তাকে কাতর করে তোলে। বি, এ পরীক্ষাতেও সে প্রথম স্থান লাভ করে। টিউশানি করতে করতে সে বি, সি, এস্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। অচিরে বি, সি, এস্ পরীক্ষা দিয়ে সে হাকিমী লাভ করে।

কালচক্রের আবর্ত্তে দামিনীর ছেলে আজ যেমন হাকিম, অপর দিকে তেমনি দামিনী আজ অন্ধ! অজয় অনেক চেষ্টা ক'রেও মায়ের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে পারেনি। অজয়ের কলেজের সহপাঠী অশোকের অনুরোধে অজয় বিয়ে করে তার ভগ্নী নীরাকে। অজয়ের দুঃখের সংসারে আসে সুখের জোয়ার। পুত্র আর পুত্রবধূ নিয়ে দামিনীর সংসার মুখর হ'য়ে ওঠে।

দাসীপুত্র অজয় দাস আজ সম্মানীয়, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দাসীর কলঙ্ক আজও যায়নি। শেষে এই কলঙ্ক মাথায় নিয়ে একদিন দামিনীকে মরতে হয়। আভিজাত্যাভিমানী স্ত্রী নীরার কাছে অজয় ম্লান হয়ে যায়।...অজয়ের জীবনে আসে কাল-বৈশাখীর ঝড়। সে ঝড় যেন আর থামে না। ওদিকে আভিজাত্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে অজয়ের আশ্রয়দাতা ধনঞ্জয় রায়ের কন্যা মালা মানুষ-অজয় দাসকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। নীরা যা'কে স্বীকার করেনি মালা তা'কে স্বীকার করে।...এমনি করেই নীরার জীবনের পরিণতি ও মালার জীবনের পুষ্টির মাঝেই **'দাসীপুত্রে'র** মহিমাময় কাহিনী গড়ে ওঠে।.....

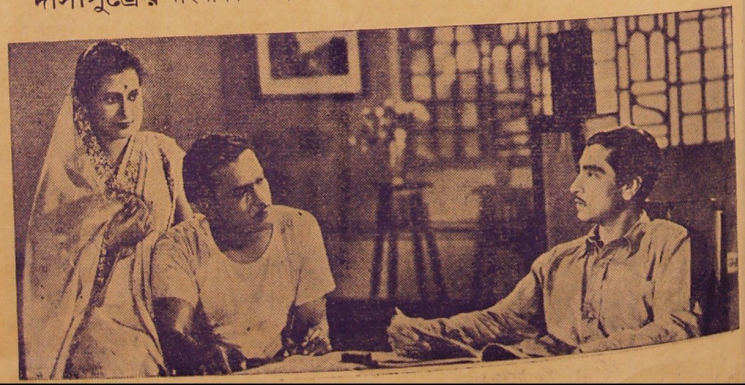

—গান—

(১)

আয় ঘুম্ আয় ঘুম্ আয় ঘুম্
চুপ্ চুপ্ চুপ্।
আয় ঘুম্ আয় ঘুম্
আকাশ ছাপিয়ে নামে বর্ষা নিঝুম।
খুকুমণি শুয়ে আছে খাটের 'পরে
পুতুল ছেলেটি বুকে জড়িয়ে ধ'রে
মেঘের মাদল বাজে গুম্ গুম্ গুম্
আয় ঘুম্ আয় ঘুম্।
সাত সাগরের তের নদীর পারে
ঘুমপরী যেই তা'র মাথাটি নাড়ে
দুনিয়ার খোকাখুকু অমনি ঢোলে
খেলাধূলা সব কিছু আপনি ভোলে
মায়েরা আদর করে' গালে দেয় চুম্
শিশুদের মনে শুধু স্বপনের ধুম্
আয় ঘুম্, আয় ঘুম্।

—শ্রীগোপাল ভৌমিক

(২)

পথিক হে মোর গানে গানে আজি
শোনাও তোমার বাণী
মেলেছি হৃদয় খানি, আমি মেলেছি,
মেলেছি হৃদয় খানি।
আমার ধূলির 'পরে তোমার গানের গাথা
রেখে যাও চিরতরে
সুরের বাঁধনে লও হে আমায় টানি'
মেলেছি হৃদয়খানি।
যাহা দেবে মোরে চিরদিন তাহা রাখিব
স্মরণের তীরে ছবিটি তোমার আঁকিব;
তুমি চলে যাবে যবে, স্মৃতি শুধু কাছে র'বে
ক্ষণিকের মত চঞ্চল তুমি জানি
মেলেছি হৃদয় খানি।

—শ্রীসুনীল দত্ত

(৩)

আবোজী কৃষ্ণ কানহাইয়া আবো
প্রীতম্ পেয়ারে নন্দলালা
বন্‌শীকী ধুন শুনাবো, শুনাবো।
অধরে মুরলী, গলে দোলে মালা
শ্রবণে কুণ্ডল, নয়ন বিশালা;
দরশ দিজে অবকি বেরি
মেরি আশ মিটাবো, মিটাবো।
চরণ বিনা মোহি কছু নাহি ভাবে
তুম্ বিনা প্রভু কছু না সুহাবে;
মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর
চরণ কমল চিত লায়ো লায়ো।

(মীরার ভজন)

(৪)

খেলা না ফুরাতে হায়, ভেঙ্গে গেল খেলাঘর!
কি জানি কোথা বুঝি ছিল চোরা বালুচর,
ভেঙ্গে গেল খেলাঘর!
গহন আঁধার ঘোর, কোথাও আলোক নাই
যত খুঁজে মরি পথ, ততই পথ হারাই
আমার আকাশে আজ বারি ঝরে ঝরঝর,
ভেঙ্গে গেল খেলাঘর!
স্মৃতির মুকুলগুলি কেন এত লাগে চেনা
এ ভাঙ্গা ভুবনে মোর বসন্ত ফিরিবে না;
এমনি সজল ঘন দুখ-তরু ছায়া-মূলে
পোহাব বিজন বেলা অশ্রু নদীর কূলে
আর কি উঠিবে চাঁদ মিলনে সে মনোহর?
ভেঙ্গে গেল খেলাঘর!

—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

ভারতী চিত্র-পীঠ

পরবর্ত্তী নিবেদন !

বামাক্ষ্যাপা

রচনা ও পরিচালনা:

দেবনারায়ণ গুপ্ত

রূপায়ণে—

যাঁদের আপনারা পর্দ্দায় দেখলে খুসী হবেন।

শ্রীঅজিত সেন কর্ত্তৃক ভারতী চিত্র-পীঠের পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং রাইজিং আর্ট কটেজ ১০৩নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীকমল দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা